দৈনিক বাংলা ০৫

তারিখ 07 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে খালি সীট

বিলম্বে হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বেদনাদায়ক সত্যকে স্বীকৃতি দিলেন। নানা কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের আগ্রহ অসীম। শিক্ষার্থী যেমন দেশের এই সেরা বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নের স্বপ্ন দেখেন, অভিভাবকেরাও চান এ স্বপ্ন সফল হয়ে উঠুক। সকলের জীবনে এ স্বপ্ন সফল হয় না। সুযোগের সীমাবদ্ধতার জন্যে হওয়ারও নয়। তবে এই ব্যর্থতা যে কেবল সুযোগের সীমাবদ্ধতা জাত নয়, এটাই ছিল আমাদের অনেকের মর্মপীড়ার কারণ। বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা এ সত্যটি সামনে আনার চেষ্টা করেছি যে, আসন শূন্য পড়ে থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছরই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান অনুষদ এ সত্য মেনে নিয়ে এবার নতুন করে ভর্তির আবেদন আহবান করেছেন বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে।

এই দুই অনুষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষালয়ে চলে যাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট অনুষদে দু'শতাধিক আসন শূন্য পড়ে আছে। ফলে এ আসনগুলো পূরণ করার উদ্দেশ্যে নতুন করে ছাত্র ভর্তির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমরা তাদের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। শিক্ষা কার্যক্রমের ছ'মাস অতিক্রান্ত হলেও বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। সর্বোপরি নিজ পছন্দসই বিষয় পড়তে পাওয়ার সুযোগ পেলে শিক্ষার্থীদের দিক থেকেও পরিশ্রমে কার্পণ্য না ঘটারই কথা। তাছাড়া, এ ব্যবস্থায় শূন্য আসনের অপচয় রোধ হলে গোটা জাতিই তাতে লাভবান হবে। আমাদের তরুণদের কিছুসংখ্যকের দীর্ঘ লালিত স্বপ্নও যদি ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পায়, সেও কিছু নগণ্য পাওয়া হবে না। আদতে এমন কিছু একটা ব্যবস্থার দাবী আমরা অনেকবারই জানিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন শূন্য থাকার জন্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ব্যবস্থায় সমন্বয়ের অনুপস্থিতিকে দায়ী করা হয়েছে। প্রকৌশল, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্ভাবনার অনিশ্চয়তার ফলে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় বিলম্ব ঘটার জন্যে অনেক শিক্ষার্থীই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যান আর পরে সুযোগ পাওয়া মাত্র অন্যত্র সরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে শূন্য আসনের সমস্যা সৃষ্টি করেন। এ অভিযোগ উড়িয়ে দেয়ার নয়। আর এ কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের একার সমস্যাই নয়, এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও কম হয়রানি আর ক্ষতি স্বীকার করতে হয় না। ভর্তি পরীক্ষা কাছাকাছি এনে এর একটা সুরাহা করা আবশ্যিক। তবে এতেই যে আসন শূন্য পড়ার আশংকা সম্পূর্ণ মিটে যাবে এমন মনে করার কারণ নেই। তরুণ শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিবর্তন কিংবা অন্যবিধ কারণেও বিষয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বদলের কিছু ঘটনা ঘটবেই। অনুরূপ ক্ষেত্রে তাই বিশেষ ব্যবস্থায় শূন্য আসন পূরণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। উচ্চ শিক্ষার সীমিত সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার অন্য বিকল্প অচিন্ত্যনীয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান অনুষদ যে আদর্শ স্থাপন করতে চলেছেন, অন্যান্য অনুষদেরও তা অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের প্রকাশিত ভর্তি পরীক্ষায় মেধা বাছাই–এর চাইতে খারিজ করার প্রবণতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে শিক্ষার্থীদের বড় অংশই নিজেদের আগ্রহের বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পান না। ভাগ্যের ঠেলে দেয়া যে কোন একটি বিষয় নিয়ে পড়ার বাধ্যবাধকতাই সাধারণ সত্য। বিকল্পের অভাবে আমরা এমন একটা অবস্থাকে মেনে নিতেই বাধ্য হয়েছি। তবে, আসন যদি শূন্য থাকে তেমন ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে তার আগ্রহের বিষয় থেকে সরিয়ে রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? বিজ্ঞান অনুষদে যেমন আসন শূন্য থাকে তেমনি কলা ও মানবিক বিভাগগুলোতেও প্রতি বছরই বিপুলসংখ্যক আসন শূন্য থাকছে। বিষয় বদল করে এসব শূন্য আসনের সুযোগ দিলে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনই যে কেবল অধিকতর তৃপ্তিকর হয়ে উঠবে তাই নয়, অপচয়ের মাত্রাও হ্রাস পেতে বাধ্য। আমরা তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাখব, কেবল দুটি অনুষদের শূন্য আসনই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের শূন্য আসন পূরণের উদ্যোগ নেয়া হোক।

তাছাড়া এ ক্ষেত্রে আরও একটি সমস্যার দিকে সকলেরই নজর দেয়া দরকার। তা হল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সময়ে। ফলে, শুরুর দিকে অনেক মেধাবী–ছাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়ে থাকে। পরে মেডিক্যাল বা ইঞ্জিনিয়ারিং–এ ভর্তির সুযোগ পেলে চলে যায়। তার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে আসন শূন্য হয়। এসব ক্ষেত্রে নতুন করে ভর্তি করাও অনেক সময় সম্ভব হয় না। কারণ, ততদিনে পড়াশোনাও অনেকখানি এগিয়ে যায়। তার ফলে আসন থাকা সত্ত্বেও ভর্তি করা যায় না। তাই উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা একই সময়ে করলে এই অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে বলে মনে করি।